জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৴১৹ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴৹ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১৹ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী
১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৬শে আশ্বিন বুধবার ১৩৩৩ ইংরাজী 13th October 1926. | ১৩শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৹
" " ছোট শিশি ১৶৹

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৹
ডাক-মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মুল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৷৹ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৵৹ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

মুসলমানদিগের অপূর্ব্ব সুযোগ।

—০—

আমরা এতদঞ্চলের মুসলমানগণের সুবিধার জন্য উর্দ্দু, পার্শী ও আরবী টাইপ আনাইয়াছি। যাঁহাদের উর্দ্দু, পার্শী কিম্বা আরবী ভাষায় কোন কিছু ছাপিবার আবশ্যক হইবে তাঁহারা আমাদের নিকট অর্ডার দিলে আমরা অতি সত্বর ও যথাসম্ভব সুলভে ছাপাইয়া দিব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনীত—
শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত,
পণ্ডিত প্রেস।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৬শে আশ্বিন বুধবার ১৩৩৩ সাল।

মহা পূজা।

—০—

শরৎকালে মহাশক্তির মহাপূজা। এ পূজার প্রথম অনুষ্ঠাতা ভগবান রামচন্দ্র। বহুকাল ধরিয়া বল সঞ্চয় করিতে করিতে পাপ তখন অতিশয় বলশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং ধর্ম্ম ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল। পরদারা পহারী পরস্ব-লুণ্ঠনকারী মূর্ত্তিমান পাপ রাক্ষস রাবণ ত্রিলোককে আপনার কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছিল। এহেন পাপকে বিনাশ করিবার জন্য রামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়াছিলেন, সহায় ছিল বনের বানর। উপলক্ষ সীতা উদ্ধার। দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে রামচন্দ্র কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, তাই তাঁহাকে মহাশক্তির কৃপা ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই জন্যই অকালে মহাশক্তির বোধন করিয়াছিলেন পূজায় প্রধান উপকরণ ছিল—অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম, যাহা জগতে দুর্লভ। পরীক্ষার্থ দেবী ছলক্রমে একটি নীলপদ্ম অপসারিত করিলে রামচন্দ্র নীলোৎপলতুল্য আপন নয়ন উৎপাটনে উদ্যত হইলেন। তখনই রামচন্দ্রের পূজা সিদ্ধ হইল। তিনি পাপ নাশের উপযোগী শক্তি লাভ করিলেন।

ভগবান রামচন্দ্র জগতের পাপনাশের জন্য মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। আমরা ক্ষুদ্র জীব, কেন মায়ের আরাধনা করি? আমাদের দ্বারা জগতের পাপনাশের কল্পনাও সম্ভবে না। আত্মপাপ নাশের উপযোগী শক্তিলাভ করাই শক্তিপূজার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে কি? আমাদের মাটীর এমনই গুণ যে মা আমাদের মেয়ে সাজিয়াছেন। তিন দিনের জন্য মেয়ে বাপের বাড়ী আসেন। সঙ্গে আসেন জামাই, তিনি নবমী নিশি প্রভাত হইতে না হইতেই বিনাবাক্যব্যয়ে বলদবাহনে উত্তরমুখী রওয়ানা হন, মেয়েও আর থাকিতে পারেন না। মেয়ে অল্প সময়ের জন্য বাপের বাড়ী আসাতে বেশ খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করা হয়,—চাউল, কলা, ফল, মুল, দধি, মিষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে কচি ছাগ বা মহিষের মাংসের ব্যবস্থা করা হয়, যা না হ'লে মায়ের খাওয়া রুচে না, অন্ততঃ নিজের মনে বুঝে না। তারপর দশমীর দিন মহাসমারোহে মায়ের প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া একটু বিশ্রাম লাভ করি। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান শক্তি পূজা; এই পুজায় ফল যা হ'বার তা'ই হয়,—কোন বৎসর ছত্রভঙ্গ, কোন বৎসর বা মড়কং। এইরূপে গতানুগতিকভাবে আমাদের বর্ত্তমান শক্তিপুজা চলিয়া আসিতেছে। কারও পক্ষে ইহা বাৎসরিক উৎসব, কারও বা ঐশ্বর্য্যের বিকার, আর অনেকের পক্ষেই ইহা না করিলে লোকে কি বলিবে? আমরা আত্মপাপ নাশের জন্য শক্তিলাভের চেষ্টা এই ভাবেই করিয়া আসিতেছি!

আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি বলিয়া জগতের কাছে পরিচয় দিতে চাই,—শুধু কথায়, কার্য্যে নহে। কার্য্যতঃ আমরা ধর্ম্মের খোলস নিয়া টানাটানি করি, প্রাণের সন্ধান কিছুই রাখি না ধর্ম্ম আমাদের মুখে, প্রাণে ধর্ম্মের প্রেরণা কিছুই অনুভব করি না। আমরা শক্তিপুজার অধিকারী নহি। শক্তিপুজার অধিকারী হইতে হইলে, চাই সংযম, চাই আত্মত্যাগ, চাই রাগ-দ্বেষ অহঙ্কার পরিহার, চাই একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা। অন্যথা, আমাদের পুতুল পুজাই সার হয়, মহাশক্তির আবির্ভাব তাহাতে হয় না।

"শক্তিপুজা কথার কথা না;
যদি কথার কথা হত, তবে এ ভারত,
শক্তিপূজে শক্তিহীন হ'ত না।"

আগমনী।

(শ্রীমতী সুসঙ্গিনী দত্ত।)

চারিদিকে যেথা ওঠে হাহাকার
নিশিদিন যেথা কাঁদন ঝরে
দৈন্য পীড়নে ম্লান হাসি—সেথা
কার আগমন বর্ষ পরে?

নিঃস্ব দীনের বক্ষপীড়ন
করে সবলের বজ্রমুঠি,
বিলাসিতা আর ব্যভিচার দোষে
পুণ্য প্রতিভা গিয়াছে টুটি।

দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী ম্যালেরিয়া আর
কলেরা যেথায় নৃত্য করে
সেখানে আবার স্বপ্নের মত
কার আগমন বর্ষ পরে?

ঈর্ষা যেখানে, হিংসা, যেখানে,
ভীরুতা যেখানে হৃদয় ভরা
ভণ্ডামী যেখানে সব চেয়ে বড়,
ছুঁৎমার্গই ধর্ম্ম করা।

দয়া, ক্ষমা আদি পর উপকার
তাও প্রশংসা লাভের তরে,
সেখানে আবার কিসের হরষ,
কার আগমন বর্ষ পরে?

মিথ্যা পুজার বৃথা আয়োজন
কে করিবে মার বোধনারতি,
ঘৃণা, বিদ্বেষ, বেদনার মাঝে
মৃত্যু যাদের পরম গতি?

মাতৃপুজার অঙ্গন বেদী
ছাগশিশুদের রক্তে ভরে
নির্দ্দয় এই হত্যা লীলায়
কার আগমন বর্ষ পরে?

আনি নাই আজ পূজার অর্ঘ্য
ফুল, চন্দন, বিল্বপাতা,
এনেছি দুখীর অশ্রুসলিল
নিপীড়িতদের বেদনা গাঁথা।

আগমনী তোর কি গাহিব মাগো
দুঃখ বেদনা বক্ষে ধরে,
আনন্দহীন শূন্যতা মাঝে
একি আগমন বর্ষ পরে?

ক্যানভাসার।

—০—

(আমার মন যদি যায় ভুলে—সুরে।)

আমি পরের 'ক্যানভাসার'।
পরের জন্য পরের কাছে করি কান্না সার।
পরে দুধে চুমুক দিবে বাটী যোগাই তার।
আমি পরের জন্যে চিনি বহি, ঘাস আমার
আহার!
মানুষ বলে যে মানুষকে করিনি 'কেয়ার'।
আজ নিরেস লোককে সরেস করা ব্যবসা
আমার।
পরার্থ-পর আমার মত কজন আছে আর।
পরে দিতে পদ ধরি পর পদ পর মোর
সারাৎসার॥
ঘৃণা, লজ্জা, কুল, মান, করিয়াছি পরিহার।
আমি অক্রোধ পরমানন্দ বিনয়ের অবতার।
কাজটি হাসিল হয়ে গেলে তখন কেবা
কার।
দিব্য চক্ষে স্বরূপ আমার দেখবে পরিস্কার॥
কবি বলে দালাল তুমি, তোমায় চেনা ভার
তোমার পেটের জন্য ব্যবসাদারী,
পেট মহাভাণ্ডার॥

স্বামী সীতারামজীর অদ্ভুত ক্ষমতা।

—০—

সম্প্রতি বোম্বাই সহরে এক অদ্ভুত ক্ষমতা শালী সাধু আগমন করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে লোকে চমৎকৃত হইয়াছেন। প্রথমে পুর্ণ এক গেলাস জলপান করিয়া তিনি কতকগুলি লোহার পেরেক খাইয়া ফেলেন। তাহার পর চুমুক দিয়া তরল পারদ উদরস্থ করেন। অতঃপর কতকগুলি পুরু কাচখণ্ড সুখাদ্যের মত পরম তৃপ্তির সহিত চর্ব্বণ করিয়া খাইয়া ফেলেন। শেষে অনেকটা নাইট্রিক এসিড লোকে যেমন সরবত খায়, তেমনি করিয়া ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করেন। সাধু বলেন, দ্বাদশ বৎসর কাল হিমালয়ে তপস্যার পর এরূপ ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন যে তিনি সকল দ্রব্যই খাইয়া পরিপাক করিতে পারেন। সাধুর ক্ষমতা দর্শনার্থ উপস্থিত দর্শকদিগের ভিতর অনেক ডাক্তার ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিয়াছেন যে, সাধু এতগুলি বিষাক্ত এবং অনিষ্টকর দ্রব্য উদরস্থ করিয়া কিরূপে বিনা কষ্টে পরিপাক করিলেন, তাহা তাহাদের বুদ্ধির অগম্য।

অবকাশ গ্রহণ।

৺শারদীয়া মহাপূজা উপলক্ষে আমরা দুই সপ্তাহের অবকাশ গ্রহণ করিলাম।

সর্ব্বজ্বর বিনাশক

ব্রানটন মিক্‌শ্চার।

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি।

অদ্যই আনাইয়া লউন।

বড় শিশি ১৬ মাত্রা ১।০

ছোট শিশি ৮ মাত্রা ৸০ মাত্র।

ব্রানটন ফার্ম্মেসী।

৬৯, সুকিয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।

রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শনসার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা। ডাঃ নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

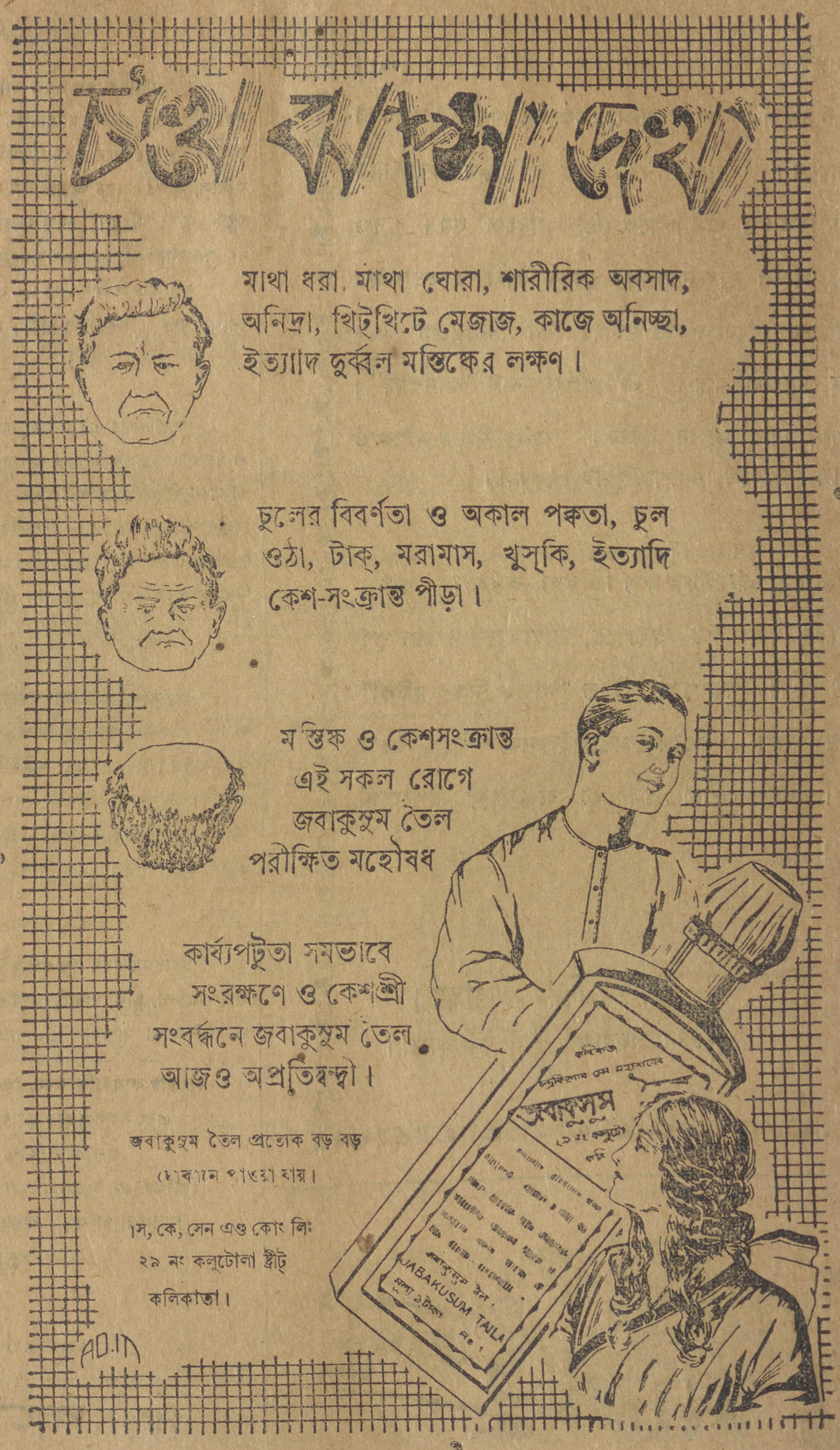

GANGADHAR ANJANSAR TRADE MARK An Ointment For Eyes CHANDERNAGORE AND GANGADHAR BATIKA TRADE MARK A Pill For The Eyes CHANDERNAGORE

গঙ্গাধর অঞ্জনসার ও গঙ্গাধর বটিকা

ছানি ব্যতীত সকল প্রকার চক্ষুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

বিগত ৮০ বৎসরেরও অধিক কাল আমাদিগের এই চক্ষুরোগের অমোঘ ঔষধ ব্যবহার করিয়া সহস্র সহস্র রোগী নানাপ্রকার চক্ষুরোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এই ঔষধ দুইটির ক্রিয়া আশু ফলপ্রদ ও চিরস্থায়ী। ইহাতে কোন প্রকার চক্ষুর অনিষ্টকর পদার্থ নাই এবং ব্যবহারে কোন প্রকার কষ্ট নাই। ইহা বহু সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিজ্ঞ ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক পরীক্ষিত ও প্রসংশিত। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিজ্ঞাপন পাঠান হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— রোগীদিগের ঔষধ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য প্রতি জেলায়, মহকুমায় ও গ্রামে গ্রামে এজেণ্টের আবশ্যক; পত্র লিখিলে এজেন্সীর নিয়মাবলী পাঠান হয়।

পোষ্ট চন্দননগর, (বেঙ্গল) শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার।

নানাবিধ দেশী ও বিলাতী সব্জী বীজ মুরশুমি ফুলও

কৃষি বীজ

ইত্যাদির সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক উচ্চহারে কমিসন দেওয়া হয়।

বঙ্কিম প্রসাদ ঘোষ এণ্ড কোং

পোঃ বালী, হাবড়া।

প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গের ফল।

সকলেরই শরীর সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট ও সুকান্তি হইবার ইচ্ছা। স্বাভাবিক নিয়ম সকল জ্ঞাত থাকিলে সকলেই ঐ ইচ্ছা ফলবতী করিতে পারেন। স্বভাবের নিয়ম যতই অতিক্রম করা যায় ততই স্বাভাবিক দণ্ড আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। দণ্ড ভোগ না করিলে জীবনে কখনও কোন জিনিসের অভাব হয় না। এই সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য বিনামূল্যে এক খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের নাম "কামশাস্ত্র"। আজই নাম, ধাম জ্ঞাপন করুন। প্রাপ্ত হইতে মাশুলও লাগিবে না। বিলম্বে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা।

শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কি করা কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য হচ্ছে শরীরের যাহা ক্ষয় হইয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হওয়া। ক্ষয় পূরণ করিতে "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা" অসীম ক্ষমতা রাখে। পরীক্ষা করিলেই জানা যাইবে, উহার কি ক্ষমতা। প্রতি কৌটা ১৬ দিনের ব্যবহারের উপযোগী ১৲ টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কুঞ্জে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৴০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, আরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউশন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাশি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা।ঃ— মূল্য ॥৶০
ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য
অপেরীণ।ঃ—
বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীত্‌লী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

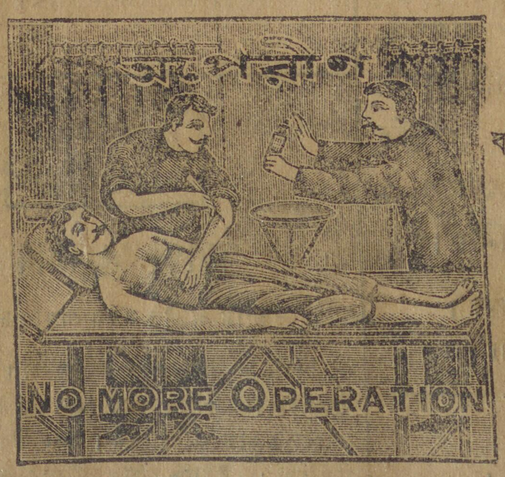

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ॥০ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶০ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

৪নং। একজিন ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ॥০ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস্‌।
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।